

# বাক্য



## Basic Concept

### বাক্যগুলো চিহ্নিত কর

\*\*ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুঝিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে।

\*\*ভালো খেলা সত্ত্বেও সাকিব পুরস্কার পায় নি।

\*\*তিনি আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন।

\*\*তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসে নি?

\*\*সে যে কেন এল না, কিছু ভালো লাগে না।

## Basic Concept

ক্রিয়া দুই প্রকার।

\*\*অসমাপিকা : যে ক্রিয়ার মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণ হয় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। *Nonfinite*

\*\*সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। *Finite*

যেমন- আমি বাসায় গিয়ে পড়তে বসি। সে মাঠে গিয়ে খেলা দেখে।  
N.F F NF F

# বাক্য

## গঠন অনুসারে বাক্য

সরল

যৌগিক

জটিল

১. **সরল বাক্য (simple sentence)** : যে বাক্যে কেবল **একটি সমাপিকা ক্রিয়া** থাকে তাকে সরল বাক্য বলে।

\*\*যদি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একটি হয়, তবে তা সরল বাক্য হবে। যেমন-  
ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুঝিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে।

\*\*না গেলে দেখতে পাবে না।

\*\*দেখে শুনে পথ চলো।

\*\*ওরে নীল দরিয়া, আমায় দে রে দে ছাড়িয়া।

২. **যৌগিক বাক্য (compound sentence)** : দুই ততোধিক স্বাধীন সমাপিকা ক্রিয়া একত্র হয়ে যে বাক্য গঠন করে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

এমনি কিছু খাব না।

যৌগিক বাক্য গঠনে অব্যয়ের (এবং, কিন্তু, বা ইত্যাদি) উল্লেখ থাকতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন- এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। তিনি আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। চোর ঠিকই এসেছিল কিন্তু কিছু নিতে পারে নি।

এলাম দেখলাম জয়  
করলাম।

তিনি আসছেন  
দেখছেন।

সরল থেকে যৌগিক

সরল	যৌগিক
অসামাপিকা	সমাপিকা
হলেও, সত্ত্বেও, ও, য়	কিন্তু

মিষ্ণুতা আছে  
তাই পক্ষ আছে  
মিষ্ণুতা আছে  
পক্ষ আছে  
বিকল্প শব্দ

মোজা হাঃ ২৯৩  
মিষ্ণুতাঃ

- \*\*জানার কোনো শেষ নেই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই।
- \*\*বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কীসে?
- \*\*সে যে কেন এল না, কিছু ভালো লাগে না।
- \*\*মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি।

শুভ

দোখা শুভ পথ চালা  
দোখা, শুভা ও পথ চালা

ସିନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ସିନେ ଏକାଡେମି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୧୬ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

## সরল থেকে যৌগিকে রূপান্তর-

- \*\*ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুঝিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। (সরল)
- ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসেছে, গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়েছে, চক্ষু বুঝিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। (যৌগিক)
- \*\*ভালো খেলা সত্ত্বেও সাকিব পুরস্কার পায় নি। (সরল)
- সাকিব ভালো খেলেছে কিন্তু পুরস্কার পায় নি। (যৌগিক)
- \*\*এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। (যৌগিক)
- এসে দেখে জয় করলাম। (সরল)
- \*\*তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসে নি? (যৌগিক)
- তুমি পরশু আসলেও কাল কেন আসে নি। (সরল)
- \*\*আমার নাম রফিক। (সরল)
- আমার একটা নাম আছে, তা হচ্ছে রফিক।
- \*\*ধনের ধর্মই অধর্ম।
- ধনের একটা ধর্ম আছে, তা হচ্ছে অধর্ম।

what is your name?

what you are, I don't care.

what a.v. = ?

what Sub = R.P.

when you go, inform me.

72 212 2212 21142

৩. **জটিল বাক্য (complex sentence)** : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ডবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন-  
যে পরিশ্রম করে, সেই সফল হয়।  
সে যে ভালো মানুষ, তা মুখ দেখলেই বুঝা যায়।

### জটিল বাক্য করার সহজ সূত্র

- ক.** যে কোনো বাক্য কে যে/যা/যখন/যেখানে/যেভাবে/যার ইত্যাদি নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় দিয়ে পরিবর্তন করে জটিল বাক্য করা যায়। নিচে উদাহরণ দেওয়া হল।
- খ.** বাক্য টি যদি যৌক্তিক হয়, তবে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে যদি শব্দটি যোগ হবে। যেমন- পরিশ্রম কর, সফল হবে। (যদি পরিশ্রম কর, তবে সফল হবে)।
- গ.** বাক্য টি যদি অযৌক্তিক হয়, তবে জটিল বাক্যে রূপান্তরে 'যদিও' 'যতই' শব্দ যোগ করতে হবে। যেমন- অনেকের আশ্রয় থাকলেও আমার আশ্রয় নেই (যদিও অনেকের আশ্রয় আছে, তবু আমার আশ্রয় নেই)। চাপাচাপি করলে লাভ হবে না (যতই চাপাচাপি করো, কোনো লাভ নেই)।

ଆଲି କାମାୟ ଯାବ ।

ଏ କାମାୟ ଯାବ, ତା ଆଲି ।

ଆଲି କେମାୟ ଯାବ, -- କାମା ।

କାମା ଲତ ଯାବ ।

① Logical Fact = যদি  
illogical Fact = যদিও, যদি

Fact Logical " — যোগে

অসঙ্গত ক'রে যুক্তি ২।০।

অসঙ্গত ক'রেও যুক্তি ২।০ না।

— অসঙ্গত ক'রে  
যুক্তি ২।০।

ଫିଲ୍ମ୍‌ରେ ଡିଆଁ କାଣ୍ଡ

୧୨ ଡିଆଁ କାଣ୍ଡ ଭାଗ ଡିଆଁ କାଣ୍ଡ

ନାଟିକାଳୀନା ମୁଦ୍ରା

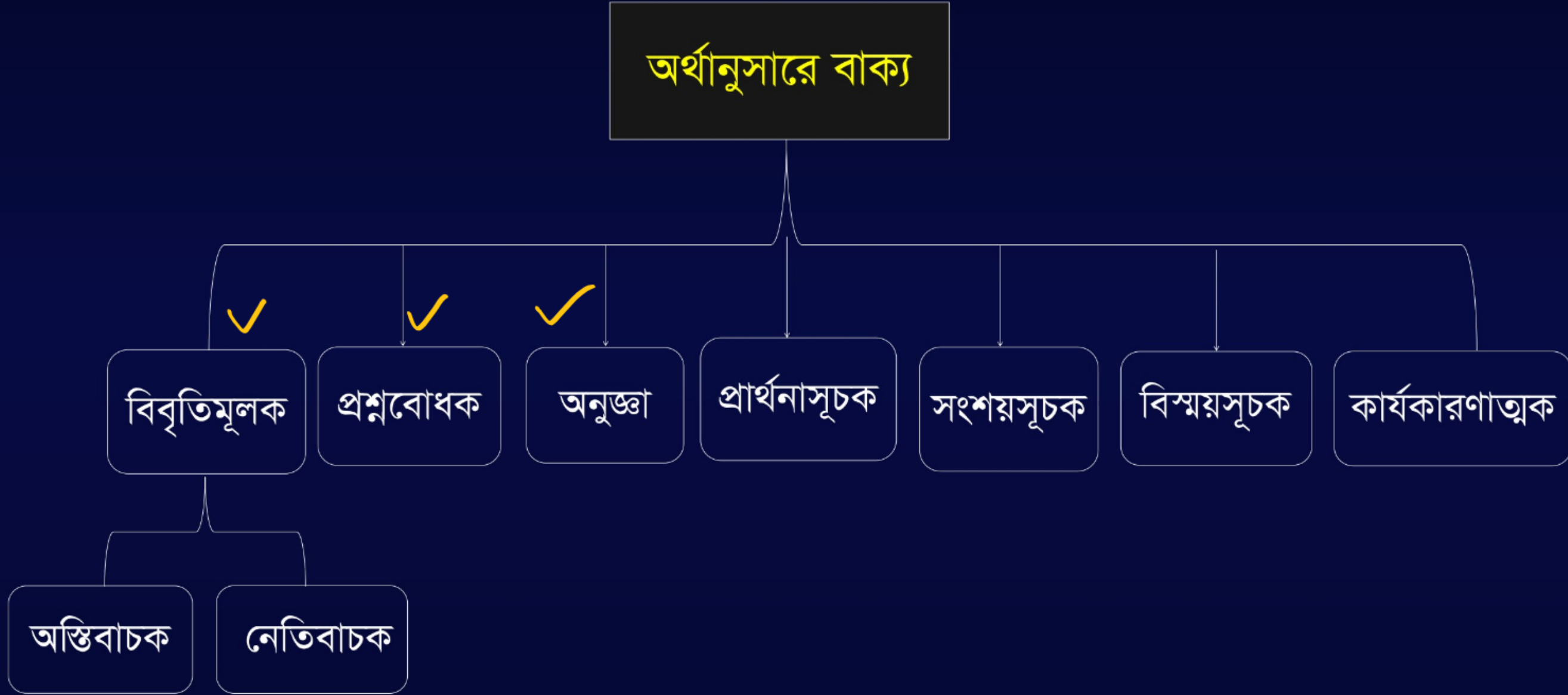
କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଭାଗ  
କାହାଣୀ  
କାହାଣୀ

ମହାବିଜୟ ଦିବସ + ଶୁକ୍ର = ଇଟିଲ

ମା ଦିଲ ସା ସା ଶୁକ୍ର ଓ ଚୁଲ ବାଟି ଦେଲି SSC ଶୁକ୍ର

ଆମି ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଓ ଚୁଲ ଲାଗେଲି।  
(ଇଟିଲ)

2. ਸ਼ਿਕਸਿਤਾ, ਸੁਖਿ ਆਮਰ ਦਾ ਅਠਿਕੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾ



## অর্থানুসারে বাক্য

বিবৃতি

□ বিবৃতিমূলক/ নির্দেশাত্মক বাক্য (assertive) : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন- বিমান আকাশে উড়ে। ক্ষেতে ধান হয়।

\*\*বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার। যথা-

\*অস্তিবাচক (affirmative) : যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাব হ্যাঁ-সূচক অব্যয়ে প্রকাশ পায় তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে { অস্তিবাচক বাক্যে না বোধক অব্যয় থাকবে না }। যেমন- সে সত্য বলে। মানুষ মরণশীল।

\*নেতিবাচক (negative) : যে বাক্যে কোনো বক্তব্য নিষেধ বা না-সূচক অর্থে প্রকাশ পায়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন- সে মিথ্যা বলে না। মানুষ অমর নয়।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে কেবল বাক্যের গঠনে পরিবর্তন হবে। বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে। অস্তিবাচক ও নেতিবাচক বাক্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও হবে। দুটি পদ্ধতিতে অস্তিবাচক ও নেতিবাচক করা যায়। যথা-  
ক. বিপরীত শব্দ+ না = আমি সত্য বলি (আমি মিথ্যা বলি না)  
খ. ....ছাড়া.....না.....পারে না।

ଆମି ଦୁଇଟି ଡାକି

ଆମି ଦୁଇଟି ଡାକି ଯା

ଦେଖାନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଡାକି ଯା

ଦୁଇଟି ଡାକି ଯା

ଦୁଇଟି ଡାକି ଯା

ଦୁଇଟି ଡାକି ଯା

অস্তিত্ব	নেতি	অস্তিত্ব	নেতি
সবাই	কেউ/ এমন কেউ	শেষবার	কখনো
কেবল/ ই	ছাড়া/ ব্যতীত	ভেতরে	বাইরে
অল্প	বেশি	দুর্লভ	পাওয়া যায় না
হল	না হয়ে পারল না	বলে	না বলে পারল না

সুখই কখনো চলে না।  
হাসি শুধুই চলে না।

?

□ **প্রশ্নবোধক** : যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। দুটি উপায়ে প্রশ্নবোধক বাক্য করা যায়।

ক. **অস্তিত্ববাচক** : কি + না?

যেমন- ভুল সকলেই করে। (ভুল কি সকলেই করে না?)।

খ. **নেতিবাচক বাক্য** : কি?

যেমন- সে খেলতে যায় না। (সে কি খেলতে যায়?)।

□ **অনুজ্ঞা** : যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায় তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

যেমন- সময় নষ্ট করো না। সদা সত্য বল।

□ **প্রার্থনাসূচক বাক্য** : যে বাক্যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে।

যেমন- আপনি দীর্ঘজীবী হন। মহারাজের জয় হোক।

□ **বিস্ময়সূচক বাক্য** : যে বাক্যে আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-কৌতূহল, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন- কী প্রচণ্ড গরম! ছিঃ ছিঃ! তুমি এত খারাপ।

তুমি কি খারাপ?  
তুমি কি খারাপ?

ମାତୃତା

କାରଣ

- × ପ୍ରିୟତା
- ✓ ମିତ୍ରତା
- ସମ୍ମାନ

- କାରଣ
- କାରଣ ×
- କାରଣ ✓
- କାରଣ ✓

କାରଣ କିମ୍ବା କାରଣ  
 କାରଣ କିମ୍ବା କାରଣ  
 କାରଣ କାରଣ

କାରଣ କାରଣ କାରଣ  
 କାରଣ କାରଣ

অস্তিত্বচক	নেতিবাচক
সবাই চুপ রইল	কেউ কিছু বলল না
জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে	জন্মভূমিকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই
আপনি আমায় অবিশ্বাস করেছিলেন	আপনি আমার বিশ্বাস করেন নি
বাড়িটা তারা দখল করেছে	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়ে নি
অল্প লোক বেদের অর্থ বুঝত	বেশিরভাগ লোকই বেদের অর্থ বুঝত না
আমি এখানে শেষবারের মত এসেছি	আমি এখানে আর কখনো আসব না
এ আশ্রম; মৃগ বধ করবেন না	এ আশ্রম; মৃগ বধ থেকে বিরত হন
মাছ পাওয়া যায় তো তেল দুর্লভ	মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না
সে ছাড়া অন্য সবাই কাঁদল	সে কেবল কাঁদল না

নির্দেশক	প্রশ্নসূচক
মরক্কোর রাজধানীর নাম জানতে চাই	মরক্কোর রাজধানীর নাম কি?
বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক	বিদ্যাসাগর কি বাংলা গদ্যের জনক নয়?
তারা পাষণ্ড নয়	তারা কি পাষণ্ড?
পুলিশের লোক জানবে না	পুলিশের লোক জানবে কি?
এমন করলে কেউ খুশি হয় না	এমন করলে কেউ কি খুশি হয়?
এতে কোনো দোষ নেই	এতে দোষ কি?
যত্ন না করলে রত্ন পাবে না	যত্ন না করলে কি রত্ন পাবে?
সরস্বতী বর দেবেন না	সরস্বতী বর দেবেন কি?

## অনুশীলন

- বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যিক ছিল। বাক্যটি-  
ক. নেতিবাচকখ. অস্তিবাচকগ. নঞর্থকঘ. অনুজ্ঞা
- তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছো- বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?  
ক. বাহুল্য দোষখ. দুর্বোধ্যতা গ. রীতিসিদ্ধ অর্থ ঘ. গুরুচণ্ডালী
- 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?  
ক. বিশেষণের পূর্বে খ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে  
গ. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ঘ. বিশেষ্যের পূর্বে
- 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?  
ক. আনন্দখ. আনুগত্যগ. আবেগ ঘ. আশাবাদ
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কোন মাস ছিল?  
ক. মাঘখ. ফাল্গুনগ. চৈত্র ঘ. বৈশাখ

তুমি না পেলে আমি  
মার না.

- মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এল- বাক্যটির প্রশ্নবোধক রূপ?  
ক. মেয়েটি কি কাঁদতে কাঁদতে এল? খ. মেয়েটি কি কাঁদতে কাঁদতে এল না?  
গ. মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে কেন এল? ঘ. মেয়েটি কীভাবে এল?
- সিলেটে অনেক চা-বাগান আছে। বাক্যটির নেতিবাচক রূপ-  
ক. সিলেটে চা-বাগানের অভাব নেই খ. সিলেটে চা-বাগান নেই  
গ. সিলেটে চা-বাগানের সংখ্যা কম নয় ঘ. সিলেটে তেমন চা-বাগান নেই
- কোনটি নেতিবাচকতা নির্দেশ করে?  
ক. পরশ্রীকাতরতা খ. অনিন্দ্যসুন্দর গ. কৃষ্ণকায়া ঘ. শিঞ্জুন
- কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি। কোন বাক্যের উদাহরণ?  
ক. সরল খ. জটিল গ. যৌগিক ঘ. প্রশ্নবোধক

- বল বীর, চির উন্নত মম শির । বাক্যটি-  
ক. ইচ্ছাসূচক      খ. সম্মানসূচক      গ. আদেশসূচক      ঘ. বিস্ময়সূচক
- রহিমা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে । বাক্যটিতে কীসের অভাব?  
ক. সরল      খ. যোগ্যতা      গ. আসত্তি      ঘ. আকাঙ্ক্ষা
- তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে?  
ক. বিস্ময়সূচক      খ. প্রশ্নবোধক      গ. হ্যাঁ বাচক      ঘ. না বোধক
- নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?  
ক. দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে      খ. তিনি বিদ্বান হলেও নিরহংকার  
গ. ইহারা অন্য জাতের মানুষ      ঘ. যে রক্ষক, সে ভক্ষক

# বিরাম চিহ্ন

## বিরাম চিহ্ন

- যতি, বিরাম বা ছেদ চিহ্ন হল ব্যাক্যের লিখন কৌশল, যা বাক্য পাঠে পাঠকের মনে অর্থের সুস্পষ্টতা জ্ঞাপন করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরাম চিহ্নের জনক। তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে (১৮৪৭) গ্রন্থে প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন।
- বাংলা ভাষায় মোট যতি চিহ্ন আছে : ১২টি। (বাংলা একাডেমির সূত্রে ১৬টি)
- ব্যাকরণিক চিহ্ন ৪টি। যথা-  $\sqrt{\quad}$ ,  $>$ ,  $<$ ,  $=$
- পূর্ণ বাক্যের শেষে বসে বা প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন তিনটি। যথা- দাঁড়ি (।), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিস্ময় চিহ্ন (!)।
- সকল বিরাম চিহ্নই যতি চিহ্ন কিন্তু সকল যতি চিহ্ন বিরাম চিহ্ন না।  
যে সকল যতি চিহ্নে থামতে হয়, তাকেই বিরাম চিহ্ন বলে।  
মোট যতি চিহ্ন ১৬টি হলেও বিরাম চিহ্ন ৯টি।

৩ চিহ্ন

নং	ইংরেজি	বাংলা নাম	আকৃতি
১	Comma	পাদচ্ছেদ	,
২	Semicolon	অর্ধচ্ছেদ	;
৩	Full Stop	দাঁড়ি/পূর্ণচ্ছেদ	।
৪	Note of Interrogation	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?
৫	Note of Exclamation	বিস্ময় চিহ্ন	!
৬	Colon	দৃষ্টান্ত চিহ্ন	:
৭	Colon dash	দৃষ্টান্ত রেখা	:-
৮	Dash	রেখা চিহ্ন	-
৯	Hyphen	সংযোগ চিহ্ন	-
১০	Apostrophe	লোপ চিহ্ন	'
১১	Inverted commas	উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”
১২	Bracket	বন্ধনী চিহ্ন	() , { } , []
অন্যান্য যতি চিহ্ন			
১৩	Slash	বিকল্প চিহ্ন	/
১৪	Dot	বিন্দু চিহ্ন	.
১৫	Asterisk	ত্রিবিন্দু	...
১৬	Quotation Mark	এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	‘ ’

V.V.G

বিরাম চিহ্নে বিরতিকাল	
১ সেকেন্ড থামতে হবে	বিস্ময়, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, কোলন, কোলন ড্যাস, ড্যাস
১ বলতে যতটুকু সময় লাগে	কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন
১ বলার দ্বিগুন সময়	সেমিকোলন
থামার প্রয়োজন নেই	হাইফেন, ইলেক, ব্র্যাকেট

## অন্যান্য তথ্য

- বিরাম চিহ্ন : বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা সমাপ্তিতে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাই যতি বা বিরাম চিহ্ন বলে প্রচলিত।
- বাক্যমধ্যস্থ কোনো অব্যয়ের স্থলে সেমিকোলন (;) বসতে পারে। যেমন- মন দিয়ে লেখাপড়া করেছ তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এটিকে লেখা যায়- মন দিয়ে লেখাপড়া করেছ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।
- বাক্যমধ্যস্থ 'এর' বিভক্তির স্থলে হাইফেন (-) হয়। যেমন- একটু চায়ের দোকান ঘুরে আসি। এটিকে লেখা যায়- একটু চা-দোকান ঘুরে আসি।
- পুরো অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ দিতে হলে ত্রিবিন্দু (...) ব্যবহৃত হয়।
- ব্র্যাকেট চিহ্ন তিনটি। সাধারণত ব্র্যাকেট চিহ্ন গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় ব্যাখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিন্দু (.) বসে। যেমন- বি.এস.এস, এম.এস.এস, ড. রিফাত।
- প্রত্যক্ষ উক্তি তিনটি যতি চিহ্ন বসে। যেমন- সে বলল, “তুমি কি আজ খেলবে?”

## কমা

- ক. **সম্বোধন পদের পর** কমা হবে (পূর্বে! চিহ্ন ব্যবহৃত হত)। যেমন- এই মাঝি, এদিক আসো।
- খ. বাক্য পাঠকালে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন হলে। যেমন- সুখ চাও, সুখ পাবে ত্যাগে।
- গ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি খণ্ডবাক্য আলাদা করার জন্য। যেমন- আমি তাকে চিনি, যে এখানে এসেছিল।
- ঘ. **উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে** কমা বসে। যেমন- বল বীর, “চির উন্নত মম শির।”
- ঙ. মাস, তারিখ, বার, সাল, বাড়ি ও রাস্তার নম্বরের পরে এবং নামের শেষে একাধিক উপাধি থাকলে প্রতিটি উপাধির পর কমা বসে। যেমন- ১৩ মাঘ, সোমবার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ। ৫৫০, শনির আখড়া, ঢাকা। সালেম হোসেন এম.বি.বি.এস, এফ.আর.সি.এস।
- চ. **হ্যাঁ, না, আচ্ছা,** বেশ ইত্যাদি শব্দকে মূল বাক্য থেকে আলাদা করতে কমা হয়। যেমন- হ্যাঁ, বিষয়টি বুঝেছি। বেশ, তাহলে তুমি তোমার মতো থাক।

## ■ সেমিকোলন-

ক. বাক্যে কমা অপেক্ষা বেশি থামার প্রয়োজন হলে। যেমন- সংসারের মায়াজালে আমরা বন্দি; এ কাটিয়ে উঠা কঠিন।

খ. দুটি বাক্যের মাঝে নিকট সম্পর্ক থাকলে তাদের মাঝখানে। যেমন- সংসারের মায়াজালে আমরা আটকা; একে কাটিয়ে উঠা কঠিন। আকাশে প্রচুর মেঘ; বৃষ্টি হবে।

## ■ কোলন-

ক. একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণায় কোলন বসে। যেমন- সভায় সিদ্ধান্ত হল : এবার বেতন বাড়ানো হবে না।

খ. গণিতের অনুপাত বোঝাতে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো শ্রেণিতে পাশ ও ফেলের অনুপাত ৩ : ৭ : ৯.

গ. নাটকে চরিত্রের পর ও সংলাপের আগে কোলন হয়। যেমন- রাজা : আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

- কোলন ড্যাশ : সাধারণত উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোলন ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন- বর্ণ দুই প্রকার। যথা:- স্ববর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ।
- হাইফেন : সমাসবদ্ধ পদগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য। যেমন- এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, প্রীতি-উপহার।
- ড্যাশ-
  - ক. যৌগিক/ জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পৃথক ভাবাপন্ন বাক্যের সমন্বয়ে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন- তোমরা দরিদ্রের উপকার করো-এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে।
  - খ. অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে (-) চিহ্ন হয়। যেমন- ‘বটে রে-’
  - গ. সংলাপের শুরুতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন- হ, গীত না তর মাথা।
  - ঘ. কথার বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন হয়।
- (), {}, [] এই তিনটি চিহ্ন গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ময়মনসিংহের (বর্তমান নেত্রকোণা) কুতুবপুর গ্রামে।

**Thank You**